APR 12 2002
APR 12 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ...

'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ' বন্ধ করা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি সরকারি এক সার্কুলারে বলা হয়েছে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জানানো যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদে (বৈদেশিক মুদ্রায়) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত প্রকল্পে সরকার আর অর্থায়ন করবে না। কেন করবে না, সরকার বা 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ' কোন কারণ দর্শায়নি। কাজটা যে করা হতে পারে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। তবে যেভাবে করা হলো তা চরম অবিবেচনার লক্ষণ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষ সাধন, গবেষণার মান উন্নয়ন, বিজ্ঞানীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নতুন নতুন প্রকল্পে দক্ষ লোকবল নিয়োগের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ' প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। আমাদের ধারণা, বর্তমান সরকারের কর্মকর্তারাও এই ফেলোশিপের লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। তাদের সমস্যা হয়ত ফেলোশিপের আগে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি নিয়ে। কেননা এ সরকারের অনেকের 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির প্রতি যে এলার্জি আছে তা তারা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছেন।

কোন ফেলোশিপের নামের আগে বঙ্গবন্ধু শব্দটি থাকলেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। সরকারি উদ্যোগে যখন কাউকে বিদেশে পড়তে বা ট্রেনিং নিতে পাঠানো হয় তখন তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারকে তার জন্য টাকা-পয়সা দিতে হয়। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেখানে পাঠরত ছাত্র বা ছাত্রী ধরে নেয় যে, 'হাকিম নড়ে, তবু হুকুম নড়ে না'। সরকার বদল হলেই তার ফেলোশিপ শেষ হয়ে যাবে, তা হিসাবের মধ্যে পড়ে না।

বর্তমান সরকার কোন কারণ না দেখিয়ে বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে। সদাশয় সরকার শুধু এটুকু বলেছে যে, যারা দেশে ফিরে আসতে চান তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য বিমান ভাড়া দেয়া হবে। তবে তারা যদি নিজ খরচে শিক্ষা সংক্রান্ত সব ব্যয় বহন করে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে চান সে ক্ষেত্রে সরকার তাদের প্রেষণ (ডেপুটেশন) বজায় রাখবে।

বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের আওতায় প্রথম বছর (১৯৯৯-২০০০) ২ জন, দ্বিতীয় বছর ৯ জন এবং তৃতীয় বছর ১৩ জনকে বিদেশে পিএইচডি অর্জনের জন্য মনোনীত করা হয়। বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ বন্ধ করে দেয়া হলে এই ২৪ জন ছাত্রের উচ্চ শিক্ষা জীবন মাঝপথে শেষ হয়ে যাবে।

সরকার চাইলে এই ফেলোশিপ প্রকল্পে নতুন লোক আর না পাঠাতে পারে। তবে বিদেশে বর্তমানে পাঠরত শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের লেখাপড়ার খরচ সরকার যোগাতে দায়বদ্ধ। তা না করলে এই ২৪ জনের পেছনে যে টাকা-পয়সা খরচ করা হয়েছে এবং তাদের বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে টাকা খরচ করা হবে তা গচ্চা যাবে ও ২৪ জন যে সময় বিদেশে কাটিয়েছেন তা পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে।

যারা বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়ে বিদেশে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করতে গিয়েছিলেন তাদের সবাই মেধাবী এবং তাদের কেউই 'আওয়ামী লীগার' নন। অতএব এদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ সরকারি প্রশাসনকে দক্ষ করতে পারবে এবং দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে সহায়ক হবে। অন্যদিকে ২৪ জন মেধাবী উচ্চ শিক্ষার্থীকে গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই সরিয়ে নেয়াটা হবে চরম অবিবেচকের কাজ।

পুরো বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি।